

## ইসলামিক চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধ

ইমরান হোসেন

ImranHossainBD@hotmail.com

২১ মার্চ ২০০৫

(আমার বাংলা ব্যাকরণ এবং বানান সম্পর্কে একটু আইডিয়া কম। তাই আমাকে এজন্য মাফ করবেন। ধন্যবাদ!)

ইসলাম এবং মুসলিম, বলতে গেলে দুটি একই জিনিস। ইসলাম ছাড়া মুসলিম নেই। মুসলিম ছাড়া ইসলাম নেই। একজন ইহুদি কিংবা হিন্দু ইসলাম রিপ্রেসেন্ট করছে না। একজন মুসলিমই কিন্তু ইসলামকে তুলে ধরছে। তাই ইসলাম সম্পর্কে বলতে গেলে মুসলিমরা আসবেই। যখনই একজন মানুষ ইসলামের বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়, তখনই তার মন-মানসিকতা দিন-দুনিয়া থেকে প্রায় একেবারে পালটে যায়। তাদের অনেকেই এমন আলাদা হয়ে যায় যে, তাদেরকে যুক্তি এবং সত্য দিয়ে কোন কিছু বুঝানো মুশকিল হয়ে পড়ে। আমাদের মামা, খালা, কাকা, কাকি, কাজিনস, প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমি উনাদের এবং অন্যান্য মুসলিমদের মতবাদ নিয়ে একটু আলোচনা করব। একটা কথা মনে রাখবেন যে আমি কাউকে অপমান করছি না। যা কানে এসেছে এপর্যন্ত তাই লিখছি।

- বেশ কিছু মুসলিম আছে যারা প্রায়ই উপহাস করেন যখন হিন্দুরা হনুমান সেজে নাটক করে এবং ওরা আর অন্যান্য কাফিররা যখন গরু, সাপ, আঙুন ইত্যাদি পূজা করে ও আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করে। কিন্তু ওই বিজ্ঞ মুসলিমরা বেকুব হয়ে যান যখন ইসলামের রূপ কথা (fairy-tale) শুনেন। যেমন, করণ পরনাময় আল্লাহ তালা বদমাইশ ইহুদিদেরকে বানর/শুকর বানিয়েছিলেন; সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তালা পৃথিবীক বিছানার মত সমান ভেবে সূর্য কে এক পঁচা কাদা-মাটি যুক্ত পানিতে ডুবাব কথা বলেছেন; বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (pbuh) এক আজব প্রাণী বুরাখ (half bird, half horse) দ্বারা মহাআকাশ ভেদ করে আল্লাহর সাথে বাক্যআলাপ করতে গিয়েছিলেন অস্ত্রিজেন মাস্ক ছারাই; সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ যখন চাঁদকে ভেঙ্গে আবার জোড়াতালি দিয়ে ছিলেন।
- আমরা যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টিভি, ফোন, মোবাইল, গাড়ি, উড়োজাহাজ, উন্নত চিকিৎসা ইত্যাদি যে ব্যবহার করি, তা কিন্তু সবই কাফিরদের অবদান (invention)। কিন্তু অনেক মুসলিমগন বিশ্বাস করেন যে ওই গুলো হচ্ছে মহান আল্লাহ তালা দান। কে জিনিস বানালো ওটা বড় কথা নয়। আল্লাহ মেহেরবানী করে ওসব পাঠাচ্ছে এটাই বড় কথা। এ

জন্য উনারা কাফিরদের আবিষ্কার করা জিনিস গুলো মনের প্রাণে আল্লাহ নামে ব্যবহার করছেন। এখন আমার প্রশ্ন হল, সব প্রডাক্টস গুলো যদি আল্লাহর তরফ থেকে আসে, তাহলে সের্স ডল (এবং অন্যান্য!), ডাইল, হেরোইন, বিয়ার, টেকিলা, কম্পিউটার ভাইরাস-স্প্যাম, প্রাণ নাশক গোলা বারুদ ইত্যাদিও কি আল্লাহ দান?

- প্রবাসী মুসলিমদের মধ্যে একটি রেওয়াজ আছে যে উনারা ১০০% হালাল গোস্ট ছারা একদমই খেতে পারেন না। কাফিরদের superstore এর তাঁজা মাংশ নাকি শয়তানের খাবার। আমার কিছু আত্মীয় (relatives) আছেন যারা টরান্টো শহরের টপ টেন রেস্টুরেন্ট গুলোতে কাজ করেন। উনারা ন্যূনতম ২০০ ডলার টিপস নিয়ে ঘরে ফিরেন প্রতি shift এ। উনারা রেস্টুরেন্টে এক বেলা খাবার এবং মাঝে মাঝে কাঁচা মদ ফ্রি পান। কিন্তু, উনারা এসব খান না, কারন হারাম মাংস এবং মদ আল্লাহ মটেও পছন্দ করেন না! যখন কাফির কাস্টমাররা মদ অর্ডার দেন, তখন একটা টেইবল (table) এর বিল ১৫০ থেকে ৩৫০ ডলার পর্যন্ত হয়। এটি সত্য যে কাফির কাস্টমাররা ন্যূনতম ১০% বকশিস দিয়ে থাকেন। টেইবল প্রতি tips ১৫ থেকে ৩৫ ডলারে এক লাফ দিয়ে উঠে যায় শুধু মাত্র সুরা (মদ) পানের জন্য। ওই বিজ্ঞ ওয়েটার/বাসবয় দের পকেট ভরে তথা ( i.e.) সংসার চলে যখন কাফিররা হারাম মাংস খান এবং মূলত রেড/হোয়াইট মদ পান করেন। এখানে একটি মজার বিষয় হচ্ছে, এই মুসলিমরা তাঁজা হারাম মাংস না খাবার জন্য বেহেস্তে বসে মিষ্টি মধুর ফল-ফলান্টি খাবেন এবং ৭২ টা হুরপুরি উপভোগ করবেন। আর ওই অধম কাফিররা যারা হারাম মাংশ এবং মদ খেয়ে tips দিতো এসব মুসলিমদের পেট চালানোর জন্য, তারা সারাজীবন দোজখে পুরে রোস্ট হবেন আর রক্ত-পানি খেয়ে তৃষ-া মেটাবেন।
- একটা জিনিস খুবই বিবেচনাযোগ্য যে, যে যত বেশি ইসলামে বিশ্বাসী, সে তত আজগুবি এবং অমানবিক কথা বলে। আমার এক মামি আছে। উনি খুবি নামাজি। থাকেন টরান্টো শহরের প্রাণ কেন্দ্রে (centre)। কিন্তু উনার কোন পরিবর্তন হয়নি বিগত ১৫ বছর কাফিরদের দেশে থেকে। উনি আমার সেই ফুফুর মত যিনি ঢাকাতে থাকেন। যখন পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেন্টাইন্স ডে এবং কোন এক কাফিরদের দেশে নিউ ইয়ারস ইভ এ বোম ফুটলো, তখন উনারা খুবই খুশি হয়েছিলেন। উনারা বলতে লাগলেন, "আল্লাহ শয়তানদের কে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। মোজ ফুরতি করে, নামাজ কালাম বাদ দিয়ে"। আমি অবাক হয়ে গেলাম, যেখানে মানুষ মরে টুকরা টুকরা হয়ে আছে, সেখানে উনারা নামাজ কালাম পরে আনন্দ করছেন! আমি বুঝলাম না, যাদেরকেই দেখেছি ইসলামে গভীর ভক্ত, তারাই এমন অমানবিক ভাবে মতামত প্রকাশ করছেন।
- ১১ই সেপ্টেম্বরের দুই মাস পরে আমি আর আম্মু বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। আমার আম্মুর সাথে অনেক বাঙালী লোকজনের আলোচনা হয়েছিল ৯/১১ ব্যাপারে। আমার আম্মু

বলেছিলেন যে লাদেন ইসলামের শত্রু এবং খুবই খারাপ কাজ করেছেন উড়োজাহাজ গুলো দিয়ে হামলা করে (যেটা প্রায় সব প্রবাসী মুসলিমরা বলে থাকে)। সাথে সাথে ওই বাঙালীগন তেলে বেগুনে রেগে বলাবলি করা শুরু করলেন যে, "দেখ দেখ আপা কি বলেন। আসলে বিদেশে গেলে এমনই হয়"। কি আজব, এখানে (বিদেশে) মুসলিমদের কাছে শুনতে শুনতে কান পঁচে গেল যে লাদেন ইসলামের এক নাম্বার শত্রু, ওদিকে মুসলিম দেশে আরেক কথা! কোথায় যাবো?

- কল্পনা-বিলাসী মুসলিমরা উনাদের দেশে থেকে চিন্তা করেন যে পশ্চিমা দেশ গুলো মদ-জুয়া, প্রেম, সেক্স, ওপেন কিস ইত্যাদিতে ভরপুর, সাংঘাতিক পাপের জায়গা। কিন্তু এই কাফির দেশ গুলোতে আসার জন্য উনারই কিন্তু উচ্চ আশায় থাকে। এক মাইল লম্বা লাইন ভিসার জন্য দিতে সংকোচ বোধও করেননা। ডিভির কথা না হয় বাদই দিলাম। যারা কোন রকমে ভিসা পায় কাফির (আল্লাহর শত্রু) অফিসারদের কাছ থেকে, তারা সাথে সাথে আল্লাহকে ক্রেডিট (ধন্যবাদ) দিয়ে দেয় যে আল্লাহর জন্যই ভিসা হয়েছে। উনারা যখন বিদেশে এসে পৌছেন, সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয় যে তারা যেন নোংরা কাফির দের সাথে না মেলামেশা করে, কারন কাফিররা নাকি মুসলিমদের ক্ষতি করে থাকে।
- মুসলিমদের কাছে লিভিং টুগেদার, সেক্স বিফর ম্যারিজ, এবং চুমাচুমি নাকি খুবই পাপের বিষয়। আপনি যদি মুসলিম হয়ে ইচ্ছামত অত্যাচার করেন, কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি মেয়ে (কিংবা ছেলে) বন্ধু পাতান, আপনি হয়ে যাবেন দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ লোক। মুসলিম দেশ হলে আপনার stone to death হবার সম্ভাবনা আছে। খুবই আজব! খুন খারাবি, হাত কাটা কাটি, কিংবা দোররা মারা মারি উনাদের কাছে কোন বিষয়ই না, কিন্তু সেক্স বিফর ম্যারিজ নাকি মহাপাপ।
- অনেক মুসলিমগন মনে প্রাণে চিন্তা করেন যে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের পরে নাকি মুসলিমরা শক্তিশালী হবেন কারন উনাদের প্রিয় নবীজি নাকি কোথায় জানি বলেছেন ওই কথা। এ জন্য অনেক অন্ধভক্ত মুসলিমরা এবং মুল্লাহরা একটি ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের অপেক্ষায় আছেন। কি উদ্ভট চিন্তাভাবনা।
- প্রবাসী মুসলিমদের কে যখন বলা হয় তাদের হোস্টদের (কাফির ওয়েস্ট) প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হতে কারণ তারা সমান রাইট দিয়ে (মুখ আরবি দেশের মত নয়) আমাদের সবাইকে ইমিগ্রেশন দিয়েছে, তখন ওই বিজ্ঞরা আজব হয়ে তাকিয়ে থেকে বলতে থাকে যে "কাফির দের দেশ বলে কিছু নেই, সবই মহান আল্লাহর জায়গা, তাই আমাদের এখানে বসবাস করার অধিকার আছে"। কি আশ্চর্য! কি বলি আর কি অসংগত(irrelevant) উত্তর পাই। উনারা যখন ভিসার জন্য কান্না কাটি করে নফল নামাজ পর্যন্ত করেন, তখন

কিন্তু এই সুর থাকে না। ভিসা কিংবা পাসপোর্ট পাবার পরে উনাদের ভাবভঙ্গি একবারে পালটে যায়।

- সব ধরনের মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, যেখানেই যত নাশকতা হচ্ছে, সব কিছুর পিছে আছে বেহায়ার জাত ইহুদিরা। সহজ ভাষায় হচ্ছে ইহুদিরা দুনিয়া তথা শান্তির ধর্ম ইসলামকে ধংশ করার পিছে যরযন্ত্র করছে। ইন্টারনেট আসার আগে, ইসলামের লুকানো গল্প গুল তুলে ধরা খুবই, খুবই কষ্টের কাজ ছিল। কিন্তু ইন্টারনেট সত্য কে যখন আর ধামাচাপা দিতে পারছেননা, বিবেকবান মুসলিমগন সেই একি সুরে ইহুদিদেরকে বদনাম করছেন। মুরতাদরা (ex Muslims) যখন ইসলামের লুকানো ইতিহাস তথা মুহাম্মদ এর ভুয়া প্রফেসি (নবীগিরি) প্রকাশ করে দিচ্ছেন কম্পিউটার স্ক্রিনের পিছে লুকিয়ে (জিহাদি সৈনিকদের প্রাণ নাশের হুমকির জন্য), তখন ইমাজিনেইটিভ মুসলিম ভাইবোনেরা একই সুরে বলতে থাকেন যে ইহুদিরা মুসলিম নাম ব্যবহার করে কিংবা মুরতাদরা ইহুদিদের কাছ থেকে পয়সা খেয়ে ইসলাম নিঃশেষ করার জন্য মাঠে নেমেছে। কত কথা শুনেছি আর ইমেইল পেয়েছি এ পর্যন্ত তা বলার জায়গা নেই।

এই মডার্ন যুগে এখন এমন এক পরিস্থিতি এসে দারিয়েছে যে চুপ করে মুসলিমদের রূপ কথা আর শোনা যায়না। এতদিন বোকার মত উনাদের সাথে তাল মিলিয়ে মাথা নারিয়ে গিয়েছি। এখন আর ফুলিশ সেজে থাকা যাচ্ছে না। কত আর সত্য কে চাপা দিব? কত আর ইহুদিদের কিংবা কাফিরদের বদনাম করব? কত আর ঘৃণা ছড়াবো? আর ভাল লাগেনা। তাই দুই বছর ধরে দুই একটা করে হলেও উচিত জবাব দেই।

আজ এখানেই শেষ করছি। সময় পেলে আরো কয়েকটা পার্ট লিখব। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমার এই বাজে বাংলায় লেখা প্রবন্ধটি পড়ার জন্য। সকলের সুস্থতা কামনা করে আজ বিদায় নিচ্ছি।